যুগান্তর

তারিখ ... 29 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫

ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি [redacted] হয়েছে। দীর্ঘ একযুগকাল ক্যাম্পাসে 'নিষ্ক্রিয়' এ সংগঠনটি নিজেদের ক্রিয়াশীল হিসেবে উল্লেখ করে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে 'পরিবেশ পরিষদ'-এ তাদের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে।

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

ঢাবি : শিবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

গতকাল প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রশিবির সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের আবেদনের কথা উল্লেখ করে বলেন, চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে পরিবেশ পরিষদের কোন সভা ডাকা হলে সেখানে শিবিরকেও ডাকতে হবে। নইলে সে সভা হবে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ধরনের কোন আবেদনের বিষয়ে কিছু জানেন না উল্লেখ করে বলেন, কয়েকদিন আগে তারা আমার সঙ্গে যে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিল সেখানেও এ ব্যাপারে কিছু আলাপ হয়নি। গত সোমবার রাতে শিবিরের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী উপাচার্যের বাসভবনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শফিউল বারি বাবু শিবিরের এ দাবির প্রশ্নে বলেন, 'যেহেতু তারা ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল নয়, সেহেতু তাদের এ দাবি অমূলক ও অনভিপ্রেত। পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাসের ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর একটি প্লাটফর্ম।' ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন জানান, ১৯৮৭ সালে পরিবেশ পরিষদ গঠনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টিমেন্ট তাদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূলে ছিল না। অবশ্য এখন তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা সেটা কর্তৃপক্ষের বিষয়। তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে সবার সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, শিবিরের সঙ্গে কোন ছাত্র সংগঠন বসবে না। কেননা পরিবেশ পরিষদ গঠনকালে সবাই একমতে পৌঁছেছিল যে, কোন সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক সংগঠনের স্থান সেখানে হবে না। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন খান হিমু বলেন, পরিবেশ পরিষদে শিবিরের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে না। ছাত্রশিবির সভাপতি জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কর্মতৎপরতা আছে এবং কয়েক হাজার নেতাকর্মী রয়েছে। তাদের ৫ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে যখন প্রয়োজন মনে করবেন তখনই তারা মিছিল সমাবেশ করবেন। তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবির সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে।

২১ ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে পরিবেশ পরিষদের পরবর্তী সভা নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবেশ পরিষদের সভা ডাকতে পারেন।